দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 31 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

লাইব্রেরী ল্যাবরেটরী পর্যাপ্ত কক্ষ ও নেই

যত্রতত্র বেসরকারী কলেজ : অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ কিংস–

শরীফ আলমাজী : কোচিং সেন্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজধানীর যত্রতত্র গড়ে উঠছে বেসরকারী কলেজ। এসব কলেজের কোনটার নাম অক্সফোর্ড, কোনটার নাম ক্যামব্রীজ, কোনটার নাম কিংস কলেজ। এমনকি বিমান বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শাহীন কলেজের নাম অনুকরণ করে একটি কলেজের নাম রাখা হয়েছে শাহীন পাবলিক স্কুল ও কলেজ।

ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা এসব কলেজে নেই পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, আসবাবপত্র, ল্যাবরেটরী, গ্রন্থাগার, কমনরুম। নেই সার্বক্ষণিক শিক্ষক ও শিক্ষকা নিয়োগের নিয়ম–কানুন। ছাত্র ভর্তির নিয়ম বা সময়সীমাও নেই। কলেজগুলো দেখলেই বোঝা যায় লেখাপড়ার জন্য নয়, কেবলমাত্র ব্যবসায়িক কারণে গড়ে উঠেছে এ সকল কলেজ।

কোথাও ফ্লাটবাড়ির একটি ইউনিট ভাড়া করে, কোথাও মাছের বাজারের পাশে একটি ছোট বিল্ডিং ভাড়া করে, কোথাও ভেঙ্গেপড়া পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে গড়ে উঠছে এসব কলেজ।

(৪–এর পৃঃ ৫–এর কঃ দ্র)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

যত্রতত্র বেসরকারী কলেজ

এ সকল কলেজের কোনটা শুধু কলেজ। কোনটা কলেজ কাম স্কুল। কোনটা ডিগ্রী ক্লাস পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাঁচ থেকে ১৫ হাজার টাকার ভাড়াবাড়িতে এসব কলেজে রয়েছে পাঁচ থেকে দশটি রুম। যার অধিকাংশরই আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে ক্লাস হবার উপযুক্ত নয়। কোনটার বারান্দা ঘেরাও করে, কোনটার সিঁড়ির নীচের স্থানটুকু ঘেরাও দিয়ে করা হয়েছে অধ্যক্ষের অফিস বা কলেজের অফিসরুম।

এমনও দেখা গেছে, পাঁচ রুমের কলেজে সাইন্স, আর্টস ও কমার্স তিন গ্রুপেরই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে।

তবে এসব কলেজের রয়েছে চমৎকার প্রচার ব্যবস্থা। চার রঙ্গা পোস্টার, লাল শালুর বিশাল ব্যানার ও টিনের সাইনবোর্ডে প্রচার টাঙ্গানো হয়। রাস্তার মোড়, মাছের বাজার, লাইটপোস্ট, রাস্তার পাশের গাছ, বাস স্টেশন, ট্রেন স্টেশন, সিনেমা হল; এমনকি পাবলিক ল্যাট্রিনেও সেটে দেয়া হয় এসব কলেজের পোস্টার। এ ছাড়াও রয়েছে পত্র–পত্রিকায় বিজ্ঞাপন। এমনকি মাঝে মধ্যে আয়ুর্বেদী ঔষধের বিজ্ঞাপনের মতো রাস্তায় রিকশা, গাড়ি, বাসেও বিলি করা হয় এসব কলেজের লিফলেট। অভিজ্ঞ শিক্ষক, ভাল ফলের নিশ্চয়তা, লেখাপড়ার মনোরম পরিবেশ, শতকরা একশত ভাগ কৃতকার্যতাসহ নানা প্রকার প্রলোভনের কথা লেখা থাকে এসব লিফলেটে।

মোহাম্মদপুরের ১৩/২০ বাবর রোডে পাঁচ রুমের একটি বাসা। মাসিক পাঁচ হাজার টাকায় ভাড়া নিয়ে এখানে খোলা হয়েছে একটি কলেজ। নাম শাহীন পাবলিক স্কুল ও কলেজ। সামনের ছোট্ট বারান্দাকে ব্যবহার করা হচ্ছে অফিসরুম হিসাবে। কলেজটি এখনো বোর্ডের অনুমতি পায়নি। কর্মদিবসের একদিন ঐ রুমে দেখা হল একজন শিক্ষকের সঙ্গে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই শিক্ষক জানান, তিনি শুধু শিক্ষকই নন, এই কলেজের ক্লার্ক–এর কাজও করছেন। তিনি বলেন, 'বেকার থাকার চাইতে অধ্যাপনা করছি, মন্দ কি?'

এই কলেজে তিন বিভাগের ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলছে। জাতীয় একটি দৈনিকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞাপনও ছেপেছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ দু'ঘন্টা বসে কলেজের অধ্যক্ষের দেখা পাওয়া গেল না। কলেজ শিক্ষক–কাম–ক্লার্ক একটি ফোন নম্বর দিয়ে বললেন, ফোন করে এলে দেখা পাবেন। জানালেন, ফোনটিতে বাইরে থেকে ফোন আসে। তবে ফোন করা যায় না।

মাষ্টার্স পাস করে বেকার বসেছিলেন ভদ্রলোক। নাম সিরাজুল হক। অবশেষে খুলে বসলেন কলেজ। চাকরির ঝামেলা না করে একবারে হয়ে গেলেন অধ্যক্ষ। কলেজের নাম অক্সফোর্ড কলেজ।

আসাদগেটের কাছে একটি দুই ইউনিটের ফ্লাট বাড়ির পেছনের একতলা ভাড়া নিয়ে চালু করা হয়েছে এই কলেজ। পার্টিশন দিয়ে কলেজটিকে দশ রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার কোনটাই ক্লাশরুম হবার মত নয়। ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা দেয়ার জন্য বোর্ডে অনুমতিও পেয়ে গেছে এই কলেজটি।

কলেজটিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে সায়েন্স, আর্টস, কমার্স তিন বিভাগেই। অধ্যক্ষ জানালেন, ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে তেমন একটা সময়সীমা নেই। তিনি জানান, নতুন কলেজে এমনিতেই ছাত্রছাত্রী আসতে চায় না। তার উপর সময়সীমা বেঁধে দিলে ছাত্রছাত্রী পাওয়াই যাবে না। তিনি বলেন, বড় বড় কলেজেও বছরের শেষ দিকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। অধ্যক্ষ জানান, আগামী বছর কম্পিউটার সায়েন্সে ক্লাস খোলা হবে। তিনি জানান, চলতি বছর ১৩৭ জন ছাত্রছাত্রী ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে এ কলেজ থেকে।

বিজ্ঞান বিভাগে মোট তিনজন শিক্ষক রয়েছেন কলেজে। মাত্র তিনজন শিক্ষক কি করে সায়েন্সের ক্লাস চালান জানতে চাইলে তিনি বললেন, চালিয়ে নিতে হয়। কলেজটির একটি রুমে বিজ্ঞানের সকল বিষয়ের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানো হয় বলে তিনি জানান।

শিক্ষা বিভাগের কোন নিয়ম মানা হচ্ছে না কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারের উচিত এর জন্য জায়গা বরাদ্দ করা। তিনি কলেজটিকে সরকারী জায়গা দেয়ার জন্য পত্রিকায় লেখার অনুরোধ জানান।

শ্যামলী সিনেমা হলের পেছনে চলছে কিংস কলেজ। কথা হল এই কলেজের পরিচালক রায়হান আতিকের সঙ্গে। সিঁড়ির নীচে ছোট্ট একটি স্থানে হার্ডবোর্ড দিয়ে ঘিরে একটি রুম করা হয়েছে এখানেই বসেন তিনি এবং কলেজের অধ্যক্ষ। জানালেন রুমটি স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার। কলেজের কোন বই নেই গ্রন্থাগারটিতে। স্কুলের কিছু বই রয়েছে ছড়ানো–ছিটানো অবস্থায়।

রায়হান আতিক জানান, সকালে প্লে–গ্রুপ থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত ক্লাস হয়। এইট পাস করে ছাত্রছাত্রীরা চলে যায় অন্য স্কুলে। এতে ছাত্রছাত্রীদের ঝামেলা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে রায়হান আতিক বলেন, এসএসসি খোলা বেশ ঝামেলার।

কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে কোন নীতিমালা মেনে চলা হয় কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে রায়হান আতিক বলেন, প্রতিষ্ঠিত কলেজে ছাত্রছাত্রী উপচে পড়ে। অথচ নতুন কলেজে ভাল ছাত্রতো দূরের কথা, সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও আসতে চায় না। ভালো কলেজে কোনভাবেই ঢুকতে যারা পারে না তারাই এখানে আসে।

রায়হান আতিক অভিযোগ করেন, ভালো কলেজে এমনও ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় যারা শুধু ঐ কলেজ থেকে পরীক্ষা দেয়। পড়ার সুযোগ পায় না। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা ক্লাস করে বিভিন্ন কোচিং–এ। রায়হান আতিক জানান, স্কুলটি বেশ চলছে। স্কুলের আয় এবং আয়শা আমিন ফাউন্ডেশনের সাহায্য দিয়ে চলছে প্রতিষ্ঠানটি। তিনি জানান, ডিগ্রীর ক্লাসও হয় এই কলেজে।

একই অবস্থা চলছে মিরপুর এক নম্বর সেকশনে রাজধানী মহিলা কলেজ, কল্যাণপুর গার্লস কলেজ, যাত্রাবাড়ির শহীদ জিয়া কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট এলাকার দক্ষিণখানে সর্দার সুরুজ জামান কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট বালুর ঘাট কলেজ, ফকিরাপুল বাজারের কাছে নবারুণ কলেজ এবং উত্তরার ঢাকা উইম্যান কলেজ।

রাজধানী ঢাকায় মোট কটি বেসরকারী কলেজ আছে এর সঠিক হিসাব ঢাকা বোর্ড বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জানা নেই। বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, যতক্ষণ কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে কলেজের অনুমতি বা এ্যাকিলিয়েশনের জন্য দরখাস্ত না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কলেজ সম্পর্কে জানার কোন সুযোগ নেই। প্রচলিত আইনের মধ্যে এই ফাঁক রয়েছে। রাজধানীর ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের একই জবাব দিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র।

ঢাকা বোর্ড জানায়, এ পর্যন্ত রাজধানী ঢাকায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছে ৭২টি বেসরকারী কলেজকে। ডিগ্রী কোর্স চালুর জন্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেয়েছে ৪৭টি কলেজ।

যে সকল কলেজ অনুমোদন পেয়েছে তার অধিকাংশই শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম–কানুন মেনে চলছে না। এই প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে কর্তৃপক্ষ জানান, সব সময় নিয়ম–কানুন ঠিক রাখা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নানা চাপের কারণে এসব ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল করতে হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত নিয়ম–কানুন রয়েছে যে, একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের আট মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন নতুন কলেজ খোলা যাবে না; কলেজের নিজস্ব স্থান ও ভবন, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম এবং একাদশ শ্রেণীতে অন্যূন ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকতে হবে। কলেজের জন্য একজন অধ্যক্ষ, ইংরেজী ও বাংলায় দু'জন করে শিক্ষক ও অন্যান্য বিষয়ে অন্তত একজন করে শিক্ষক থাকতে হবে, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা অনুসারে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ থাকতে হবে। বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথক ল্যাবরেটরী ও পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম থাকতে হবে। তাছাড়া গ্রন্থাগার ও স্যানিটারী সুবিধা থাকতে হবে। কিন্তু এসব নিয়ম শুধুই কাগজে–কলমে। বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই।

অন্যদিকে একটি কলেজে পরপর তিন বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা না হলে ডিগ্রী খোলার নিয়ম নেই। কিন্তু তারপরেও ইন্টারমিডিয়েট খোলার পরপরই ডিগ্রী খোলা হচ্ছে।